দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 JAN 1987

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

042

ভালই হয়েছে, বই পাওয়া যায় না

বোর্ডের নতুন বই পাওয়া যাচেছ না: ছাত্রদের দুর্ভোগ—ভোরবেলা দৈনিক বাংলায় এ খবর পড়ে পয়লা ছাত্রদের জন্যে মনে সহানুভূতি জেগেছে। ভেবেছি, পাঠ্যবই নিয়ে হুজ্জত আর গেল না। প্রতি বছর একটা না একটা গেরো বাঁধবেই আর বোর্ডের বই যথাসময়ে পাওয়া যাবে না। এ কারণ, সে কারণ, এ অজুহাত, ওই অজুহাত, বোর্ডের পাঠ্যবই ছাপা ও সরবরাহে বিঘ্ন ঘটতে উপলক্ষ লাগে না বললেই চলে। এমন কোন বছর নেই, যখন সব পাঠ্যবই সময় মত ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছেছে। এসব কারণে ভেবেছি, আমাদের দেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের ভাগ্য সত্যি খুব মন্দ। বছরের পয়লা তারা নতুন বই ঠিক মত হাতে পায় না। পড়তে চাইলেও পড়ার সুযোগ মেলে না। বই পাওয়া যায় না বলে বছরের শুরুতে ক্লাস বসতে দেরী হয়। বছরের কিছু মূল্যবান সময় অকারণে নষ্ট হয়ে যায়।

পাঠ্যবই নিয়ে এ ধরনের গাফিলতি সত্যি বেদনাদায়ক। বই প্রকাশের দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত এবং সুযোগ পেলেই যারা ছাত্রদের উদ্দেশে উপদেশ ঝাড়তে দেরী করেন না, তারা পাঠ্য বইগুলি যথাসময়ে বাজারে সরবরাহ করার দায়িত্ব পালন করেন না।

ছাত্রদের দুর্ভোগ নিয়ে এসব ঘটনার ফাঁকে অবশ্য মনে স্বস্তির ভাবও জাগল। পাঠকরা কি ভাববেন জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে বোর্ডের পাঠ্য বই পাওয়া যাচেছ না, ভালই হয়েছে। তরুণ ছাত্রছাত্রীরা তো এ ফাঁকে কয়েকদিন বরং, ভুলে ভরা বই পড়ার বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পেল। বোর্ডের পাঠ্য বইয়ের যেমন কাগজ, তেমন ছাপা, তেমনি তার বিষয় বস্তু। এসব পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিতেও দ্বিধা হয়। অনেক দুঃখেই এসব কথা বলতে বাধ্য হচিছ।

আমি জানি, এমন ঢালাও উক্তিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট লেখকরা ভয়ানক ক্ষেপে উঠবেন এবং তারা চাই কি তারস্বরে প্রমাণ করতে লেগে যাবেন যে এমন বই আর হয় না। একেবারে আধুনিক যুগোপযোগী পাঠ্যবই তারা বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিচেছন। এ বিষয়ে এখন বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে বোর্ডের পাঠ্যবই গুলি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা যাবে। এখন শুধু একটি বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। সে হচেছ গণিতের বইয়ের ভুল। তাও সব ক্লাসের সব বই নিয়ে আলোচনা করব না। করতে গেলে পাঠকের ধৈর্য এবং দৈনিক বাংলার পৃষ্ঠায় কুলাবে না। নবম শ্রেণীর মাধ্যমিক গণিতের কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টাতেই চোখে পড়ল বোর্ডের সেই অমোঘ ভুল। মাধ্যমিক গণিতের বীজ-

১। অঙ্কে কোথাও 'বি' নেই

১৮৮ মাধ্যমিক

(১৬) $x-5y+2z$ (১৭) $3b-$

(১৯) $x+2y+4z$, (২০) $3p+2$

(২২) $\frac{a}{2}+\frac{2}{a}-\frac{1}{c}$. (২৩)

২। সমাধানে 'বি' আছে

(২২) $\frac{a^2}{4}+\frac{4}{b^2}+\frac{1}{c^2}$

$+\frac{2a}{b}-\frac{4}{bc}-\frac{a}{c}$; (২

গণিত (পুনর্মুদ্রণ: জানুয়ারী, ৮৬) অধ্যায়ের অনুশীলনী ২.১-এর ২২ নম্বর অংকে দেখা যায়, (পৃষ্ঠা ১৮৮) 'এ আপঅন টু' প্লাস 'টু আপঅন এ' মাইনাস 'ওয়ান আপঅন সি'—সূত্রের সাহায্যে এ রাশিমালার বর্গ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে। উল্লিখিত অংকের উত্তরমালায় দেখা যায় (পৃষ্ঠা ৩৫৪) এ অংকের সমাধানে 'বি' অক্ষরটি নানা মানে আত্মপ্রকাশ করেছে। মূল অংকে যেখানে 'বি'র উল্লেখও নেই, সমাধানে সেখানে 'বি' আসে কোত্থেকে? বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলবেন, 'আহা, এ তো সামান্য ছাপার ভুল। ভুল তো হয়েই থাকে। দৈনিক বাংলায় কি ছাপার ভুল হয় না? দৈনিক বাংলায় মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে বৈকি। না ঘটলে খুশি হতাম এবং না ঘটাই বাঞ্ছনীয়। তবে দৈনিক বাংলা নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য গণিতের বই নয়। গণিতের বইয়ে কোন ভুল থাকবে না, এটাই নিয়ম এবং এটাই প্রত্যাশিত। যত দূর মনে করতে পারি, যাদব চক্রবর্তী ও ডি এন মল্লিকের পাটীগণিত, কে পি বসুর অ্যালজাবরায়, হল অ্যান্ড স্টিভেন্সের জিওমেট্রিতে একটিও মুদ্রণ প্রমাদের সাক্ষাৎ পাইনি। এমন কি সেকালের নোটবইগুলোতেও মুদ্রণ প্রমাদ থাকত না। এখন তো যেমন তেমন করে পাঠ্যবই ছাপার অবাধ লাইসেন্স।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলবেন, একটা মুদ্রণ প্রমাদ নিয়েই চায়ের পেয়ালায় এত বড় তুফান। না, মুদ্রণ প্রমাদ একটা নয়। অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইটি খুললে দেখা যাবে, প্রায় পাতায় পাতায় ভুল। নজির হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ৪৯ পৃষ্ঠায় ১২০ টাকার জায়গায় ছাপা হয়েছে ২০ টাকা, ৮৭ পৃষ্ঠায় 'ষোলর এক'-এর জায়গায় 'তের'র এক', ৯৫ পৃষ্ঠায় ২১ নম্বর অংকে ৪৫ মিনিটের জায়গায় ১৫ মিনিট, ১০৫ পৃষ্ঠায় ৩ নম্বর অংকে 'টু সিএ'-এর জায়গায় ছাপা হয়েছে 'টু সি', ১৪২ পৃষ্ঠায় ৬ নম্বর অংকে শেষ ভগ্নাংশটি পড়াই যায় না, ১৪৫ পৃষ্ঠায় ১৫ নম্বর অংকে ভুল আছে, ১৫৪ পৃষ্ঠায় ৩৯ নম্বর অংকে মুদ্রণ প্রমাদ আছে, ১৫৮ পৃষ্ঠায় ৬ নম্বর অংকের শেষ সংখ্যায় 'জেড স্কয়ার বি'-এর জায়গায় ছাপা হয়েছে 'এক্স-স্কয়ার বি', ১৭৬ পৃষ্ঠায় ৩২ নম্বর অংকে সাইকেল আরোহীর যাত্রা পাঁচ ঘন্টা বিলম্বিত হলেই কেবল ফল মেলে, ১৮৭ পৃষ্ঠায় (যা পড়তে কষ্ট হয়) ২৬ নম্বর অংকে ভুল মুদ্রণ আছে, ২২০ পৃষ্ঠায় ১৪ ও ১৭ নম্বর অংকে মুদ্রণ প্রমাদ আছে এবং ছাপা অস্পষ্ট, ইত্যাদি ইত্যাদি। উত্তরমালায়ও এমনি ভুলের মেলা। এসব ভুলের ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে গত বছর কিংবা তার আগের বছর ত্রুটি শব্দটি করতে শুনিনি। শুধু শিক্ষার্থীরা ভুল অংকের গোলকধাঁধায় পড়ে বিড়ম্বিত হয়েছে। গণিতের বইয়ে মুদ্রণ প্রমাদ থাকার মারাত্মক পরিণতি হচেছ, এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের মন অংকের প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠে। বইয়ের ওপর তারা আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং শুদ্ধভাবে অংক করার প্রবণতা তাদের মধ্যে হ্রাস পায়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এমনিভাবে স্কুলে স্কুলে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছেন।

নবম ও দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব দেখলাম ত্রুটি-বিচ্যুতির অজুহাত ভূমিকাতেই দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, তাদের যথেষ্ট যত্ন ও সতর্কতার পরও দ্রুতগতিতে কাজ করার ফলে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে প্রশ্ন, তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কেনইবা গণিতের বই ছাপাতে গেলেন আর ভুলের বোঝা ছাত্রছাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দিলেন? কাজটা তো ধীরে-সুস্থেই করা উচিত ছিল। অবশ্য এ নিয়ে কথা বলে বোধহয় লাভ নেই। প্রফেসর মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন, চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড, ঢাকা তার ভূমিকাতেও ভাষা বিচ্যুতি ঘটিয়ে বসে আছেন। তিনি লিখেছেন, 'বইটি বোর্ডের পর্যায়ক্রমিক মান-উন্নয়ন ধারার ফলশ্রুতি।' ফলশ্রুতি শব্দের অর্থ যে ফল নয়, পরিণতি নয়, একথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কে আর ভুলের পরোয়া করে।

শুরুতেই বলেছি, নিউজপ্রিন্টে বিশ্রীভাবে ছাপা আর ভুলে আকীর্ণ পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের হাতে দেয়ার চাইতে সম্ভবত না দেয়াই ভাল। যারা পাঠ্যবই রচনা ও প্রকাশের গুরুদায়িত্বে নিযুক্ত তারা কি করে এসব কান্ড করছেন বুঝতে পারি না।

—ভাষ্যকার